

## ✘ Sanatan Dharma

---

মা মনসা ব্রত

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে শনি ও মঙ্গলবারে মনসা পূজা করার ন্যায়। একটি মনসা গাছ, নবৈদ্য ৮টি, কলা আর দুধ। মনসা পূজায়, ধূপ দেওয়া ন্যায়।

মা মনসা ব্রতের ব্রতকথা—এক দেশে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করত। তার সাতটি ময়ে হযছিল, কিন্তু ছলে একটিও হযনি সে ঠিক সময় মতো ছ’টি ময়েরে বযি দেয়ি দলি, কিন্তু তার ছোটময়ে সরলার বর আর কছুতই জুটলো না।

ব্রাহ্মণ চারদিকে সরলার জন্মে বর খুঁজতে লাগল, শেষে তাদের গ্রাম থেকে কছু দূরে গ্রামে এক ব্রাহ্মণের খবর পেয়ে সরলার বাবা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি গলে। সেই ব্রাহ্মণের এগারোটি ছলে ছিল।

সে দশটি ছলেরে বযি খুব বড়লোকের বাড়তি দেয়ি দশটি বটো এনছিলো। কিন্তু বড়লোকের ময়েরো শ্বশুরকে মোটেই যত্ন করত না, সেই জন্মে সে তার ছোটছলেরে বযি দেয়ি একটি গরীবের ময়ে আনবার জন্মে খোঁজাখুঁজি করছিল।

সে সরলার বাবার কাছে সরলার কথা শুনে সরলার সঙ্গেই তার ছোটছলেরে বযি দলি। সরলা শ্বশুরবাড়তি এল, কিন্তু শাশুড়ী আর জায়রো তাকে দেখে ঘেন্না করতে লাগল। একমাত্র শ্বশুর ছাড়া সরলাকে কউ ভাল চোখে দেখতে পারতো না।

তার জন্মে সরলার মনে খুবই কষ্ট ছিল। সে ভাবতো যে, গরীবের ময়েরো বঁচে থাকে কেন! জন্মবার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলেই তো আর তাকে এমন কষ্ট সহ্য করতে হয় না। সরলার দনি খুব দুঃখেই কাটতে লাগল। এমনি একদনি, বেশে ঝরিঝরি জল ঝড় হচ্ছিল।

সরলার জায়রো অন্য এক জায়গায় দল বঁধে বসে সেই দনি কী খলে ভাল লাগবে তাই ন্যি আলোচনা করছিল। কউ পোলাওয়ারে কথা বললে, কউ বলল ভূনি খিচুড়ি, আবার কউ বলল যে, এটা তলেভোজা খাবারই দনি।

এমন সময় সরলা সদেরি আসতে অন্য বউয়েরো তাকে বলল, “আচ্ছা ছোটবউ! আজকের দনি কী খতে ভাল লাগে বলত?” সরলা তো ছিল গরীবের ময়ে, সে

তার পছন্দ মতো বলল, “মাছেরে টক আর পান্তা ভাত।”

অন্য বউয়েরো হো হো করে হসে উঠে তাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগল। তার পর একটু বলো হতে সকলে পুকুরে স্নান করতে গলে, সরলাও গলে তাদরে সঙ্গে।

পুকুর ঘাটে সরলা দেখল য়ে, কতকগুলো ছোট ছোট মাছ কলিবলি করে ঘুরে বডোচ্ছে। সে তার গামছা পতে মাছগুলোকে ধরে নলি।

তাই দেখে তার জায়রো আবার খুব ঠাট্টা করে বলল, “ওই দ্যাখো, ছোটবউ মাছেরে টকরে ব্যবস্থা করে ফলেছে আর পান্তা ভাতও ঘরে আছে, ওর আর কোনো ভাবনাই রইল না।” পুকুর ঘাট থেকে এসে সরলা একটা ছোট হাঁড়রি মধ্যে মাছগুলোকে জইয়ে রাখল।

কন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখল য়ে সগুলো মাছ নয়, সব সাপরে বাচ্চা। সরলা কারুকে কিছু না বলে সাপরে বাচ্চাগুলোকে দুধ কলা দয়ি়ে পুষতে লাগল। সাপগুলো ছিলি মা মনসার ছলে তারা একটু বডো হতেই মা মনসার কাছে স্বর্গে চলে গলে।

তারা, তাদরে মাকে সরলার দুর্দশার কথা সব জানাল। সব শুনে মা মনসার মনে খুব কষ্ট হল। তিনি এক বুড়ী ব্রাহ্মণীর বশে ধরে সরলাদরে বাড়তি এসে নজিকে তার মাসী বলে পরচিয়. দয়ি়ে সরলাকে দিনি কয়কেরে জন্যে নয়ি়ে যতে চাইলনে।

শ্বশুরবাড়রি লোকরো কোনো আপত্তিনা করে সরলাকে সেই বুড়ী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পাঠয়ি়ে দলি। বুড়ী ব্রাহ্মণী তখন সরলাকে নয়ি়ে এক নরিজন বনরে মধ্যে গয়ি়ে উপস্থতি হলনে।

তিনি সরলাকে বললনে, “মা! তুমি চোখ বুজে থাকো, আমি না বললে চোখ খুলো না।” সরলা তার কথা মত চোখ বুজে রইল। এমনি সময় স্বর্গ থেকে এলো পুষ্পক রথ। মা মনসা সরলাকে সঙ্গে নয়ি়ে সেই রথে উঠলনে।

অল্পক্ষণরে মধ্যে সেই রথ স্বর্গে যা মনসার প্রাসাদে গয়ি়ে পট্টাছালো। সরলা সেখানে গয়ি়ে দেখল চারদিকে সাপ কলিবলি করছে, ছোট্টাছুটিকরছে, কন্তু কটে তাকে কামডাচ্ছে না। মনসা দেবী তখন সরলাকে বললনে, “মা সরলা।

আমি তোমার মাসী নই, আমি মনসা দেবী। তোমার দুঃখ দেখে তোমাকে এখানে এনছি। তুমি এখানে থাক, আজ থেকে আমার পুজোর যোগাড় কর, আর তোমার

ওই ছোট ছোট ভাইয়েরে আমার ছলেদে একবাটি করে দুধ গরম করে খতে দিও।

আর একটা কথা জনে রাখো যবে, ওই দক্ষিণি দকিটায় কখনো যবে না।” সরলা মা মনসা সব কথা মনে নলি। স্বর্গে সরলার দিনি বশে আনন্দে কাটছিলি। হঠাৎ একদিনি মা মনসার বারণ দক্ষিণি দকিটা তার দেখেবার ইচ্ছে হল।

যবে দক্ষিণি দকি গিয়ে দেখে যবে, মা মনসা নাচছেন। নাচ দেখতে দেখতে সরলা ছোট ভাইদেরে জন্মে দুধ গরম করার কথা একবোর ভুলে গিয়েছিলি, হঠাৎ মনে পড়ায়। ছুটে এসে দুধ গরম করে রাখল।

এর কিছু পরেই তার সাপ-ভাইয়েরো দুখ খতে এল, কিন্তু দুধ তখনও জুড়োয়নি, গরম দুধ খেয়ে তাদেরে মুখ পুড়ে গলে। তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মাকে সব জানাল আর বলল যবে, ওকে আজ ছোবল মরে মরে ফেলেবো।

কিন্তু মা মনসা বললনে, “না তা হবে না, বরং ওকে এক গা গয়না পরিয়ে ওর শ্বশুরবাড়িতে রেখো এসো।” শেষে তাই হল, সরলাকে এক গা গয়না পরিয়ে তাকে তার সাপ-ভাইয়েরো তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এল।

সরলার গায়ে এক গা গয়না দেখে তার জায়েরো আবার খুব ঠাট্টা করে বলল, এক গা গয়না পরে কত ঢং দেখে।” সরলা তখন বলল, “ষাট! ষাট! বঁচে থাক আমার আরোল, পারোল, চোঁড়া, বোড়া, কটেটে আমার সাপ ভাইয়েরো, আমার আবার গয়নার অভাব!”

তখনও সরলার সাপ-ভাইয়েরো তাকে পট্টে দিয়ে বাড়ি ফরেনে, আশপাশেই ছিলি।

তারা সরলার কথা শুনবে স্বর্গে গিয়ে তাদেরে মাকে সব বলল। সব কথা শুনবে মা মনসা আবার সরলাদেরে বাড়িতে এলনে আর যখনে যা সাজে সেই ভাবে সরলাকে আরও গয়না পরিয়ে দিয়ে বললনে, “মা! তুমি পৃথিবীতে এখন থেকেই আমার পূজোর প্রচলন কর।

আমি বাস করবো ফণী মনসা গাছে। দশহরা আর নাগ পঞ্চমীর দিনি, এই গাছেরে ডাল এনে বাড়িতে পূজো করো। প্রত্যকে বছর ভাদ্র মাসেরে শনি ও মঙ্গলবারে আমার পূজো করে পান্তা ভাত ভোগ দিয়ো, তাহলে কখনও সাপেরে ভয় থাকবে না।” এই কথা বলে মা মনসা অদৃশ্য হলনে। সেই থেকে দেশে দেশে মা মনসার পূজোর প্রচার হল।

ব্রতরে ফলশ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে মনসা পূজা করলে বাড়তি কখনো সাপে  
কামড়ানোর ভয় থাকে না।

